করোনা ভাইরাস

করোনা ভাইরাস নিয়ে কোন গুজবে কান দিবেন না। টিভি কিংবা সংবাদ মাধ্যেমের মাধ্যমে সঠিক সংবাদ জানবেন। প্রয়োজনে NHK News কিংবা WHO প্রদত্ত সংবাদ পড়বেন।

NHK News: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/

WHO: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

১। উপসর্গঃ

সাধারণ সর্দি-জ্বরের মত। অনেক সময় রোগের উপসর্গ দেখা না গেলেও দেহে করোনা ভাইরাসের জীবাণু পাওয়া যাচ্ছে। জাপানে এই রকম চারজন রোগী পাওয়া গেছে।

জ্বর→কাশি-→শ্বাসকষ্ট-->নিউমোনিয়া

২। ওষুধঃ

কোন কার্যকরী ওষুধ কিংবা টিকা এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। থাইল্যান্ডের ডাক্তাররা এইডস ও ইনফ্লুয়েঞ্জার ওষুধ দিয়ে নাকি একজন রোগীকে সুস্থ করার দাবি করেছে। কেউ কেউ বলছে SARS কিংবা Ebola ভাইরাসের জন্য পরীক্ষাধীন ওষুধ কাজ করতে পারে; কিন্তু এর কোন প্রমাণ এখনো পর্যন্ত দেখাতে পারেনি।

৩। মৃত্যহারঃ

চীনে এখনো পর্যন্ত মৃত্যুহার ২% এর মত। এখানে উল্লেখ্য যে, SARS ও MARS ভাইরাসে মৃত্যুহার যথাক্রমে ১০% ও ৩৭%।

তথ্যসুত্রঃ https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus

৩। প্রতিরোধঃ

১. মাঝে মাঝে হ্যান্ড স্যানিটাইজার (এ্যালকোহল/সাবান) দিয়ে হাত ধুতে হবে।

২. হাঁচি-কাশি দেবার সময় টিস্যু ব্যবহার করে ফেলে দিতে হবে এবং হাত ধুতে হবে।

৩. জ্বর ও কাশিতে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে দূরে থাকুন এবং মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন।

৪. বাইরে থেকে এসে হাত দিয়ে চোখ, নাক ও মুখ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন।

৫. জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্ট হলে তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখাবেন এবং বিদেশ ভ্রমণের তথ্যও জানাবেন।

৬. কোথাও বন্য প্রাণীর সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকুন।

৭. কাঁচা মাছ-মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।

তথ্যসূত্রঃ https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

৪। মাস্কঃ

জাপানের বিভিন্ন দোকানে মুখের মাস্কের স্বল্পতা কিংবা পাওয়া যাচ্ছে না। কিংবা অনলাইনে প্রচুর দামে বিক্রি হচ্ছে।